গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ আ: খালেক মল্লিক অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও এপিএ টিম লিডার, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
সভার তারিখ	২৬-০১-২০২৩
সভার সময়	বেলা-০২.৩০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন জুম প্ল্যাটফর্ম
উপস্থিতি	রেকর্ডেড

২.০ আলোচনা:

২.১। সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে এপিএ টিমের সদস্য-সচিব ও যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) মোহাম্মদ ফারুক হোসেন সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সভায় গত ২৭-১২-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত এপিএ পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, গত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভোলা নর্থ-২ উন্নয়ন কূপ খনন, ৩-ডি সিসমিক জরিপ কার্যক্রম, শরীয়তপুর-১ অনুসন্ধান কূপ খনন ও আলীহাট আয়রন ফিল্ডের প্রি-ফিজিবিলিটি স্টাডির ড্রাফট ইন্টারি রিপোর্ট প্রণয়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন পেট্রোবাংলা হতে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত উৎপাদিত গ্যাস (আইওসি) ও উৎপাদিত গ্যাস (জাতীয় কোম্পানি) এর উৎপাদন যথাক্রমে ২৬০.৯৪২ বিসিএফ ও ১৫৪.৭১২ বিসিএফ। এ দুটি সূচকের অগ্রগতি এ পর্যন্ত সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। তেল/গ্যাসের উন্নয়ন/ওয়ার্কওভার কূপ খননের লক্ষ্যমাত্রা ৪টির বিপরীতে ডিসেম্বর/২২ পর্যন্ত ৩টি যথাক্রমে জালালাবাদ-৪, সেমুতাং-৫ ও বিয়ানীবাজার-১ কূপ খনন সম্পন্ন হয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, ভোলা নর্থ-২ উন্নয়ন কূপটি ৩৪২৮ মি. গভীরতা পর্যন্ত খনন সম্পন্ন হয়েছে। কূপ পরীক্ষণের কাজ চলমান আছে। বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে এবং দৈনিক গড়ে ২০ এমএমএসসিএফ হারে গ্যাস উৎপাদন হবে বলে আশা করা যায়। ভোলা নর্থ-২ উন্নয়ন কূপ খনন সম্পন্নের প্রেক্ষিতে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সূচকটির শতভাগ অর্জন সম্পন্ন হয়েছে। তেল/গ্যাসের উন্নয়ন/ওয়ার্কওভার কূপ খনন কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ইতোমধ্যে অর্জিত হওয়ায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী এ সূচকটির প্রমাণক প্রস্তুতের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.২। সভায় জানানো হয় যে, ডিসেম্বর/২২ পর্যন্ত কয়লা আহরণের পরিমাণ ৪.৪৫৩১৮ লক্ষ মে.টন, পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টসের উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৫.৮৫২ মিলিয়ন লিটার ও আমদানিকৃত এলএনজির পরিমাণ ১৬.৬৬ লক্ষ মেট্রিক টন, যা লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অগ্রগতি সন্তোষজনক। সভাপতি বলেন যে, যেহেতু ইতোমধ্যে কয়লা আহরণের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা থেকে কিছুটা বেশি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো বেশি হবে সেক্ষত্রে যে সকল সূচকের অর্জন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বেশি হবে সে সকল সূচকের প্রমাণকে এর কারণ যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসজিএফএল জানান যে, বিয়ানীবাজার ফিল্ডে ১৯১ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ৩ডি সিসমিক জরিপ কার্যক্রমের ডাটা রেকর্ডিং এর মাঠ পর্যায়ের কাজ গত ১৭-০১-২০২৩ তারিখে শেষ হয়েছে। বর্তমানে ফাইনাল এক্যুইজিশন ডেলিভারেবল এবং রিপোর্টিং তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। সূচকটি বাস্তবায়নে বর্তমানে চ্যালেঞ্জ নেই। সভাপতি ৩-ডি সিসমিক জরিপ কার্যক্রমের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদনপূর্বক এর রিপোর্ট এ বিভাগে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাপেক্স জানান যে, শরীয়তপুর-১ অনুসন্ধান কূপের ৩২০০ (+/-১০০) মিটার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২২৬২ মিটার খনন সম্পন্ন করে ৯-৫/৮” কেসিং রান করে সিমেন্টিং করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কূপটির খনন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত

করেন।

২.৩। জিএসবি'র প্রতিনিধি জানান যে, ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন এ পর্যন্ত ১০৮৮ বর্গ কি. মি. সম্পন্ন হয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এমজিএমসিএল বলেন যে, মধ্যপাড়া পাথর খনির উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে এবং পাথর বিক্রির বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। সভাপতি বলেন যে, কঠিন শিলা বিপণনের হার সন্তোষজনক পর্যায়ে হয়নি। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কঠিন শিলা বিপণনের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলে সময়ে সময়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। বিপিসির প্রতিনিধি জানান যে, ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন নির্মাণ ইতোমধ্যে ২.৩ কি.মি. সম্পন্ন হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ অর্জন হয়েছে। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন যে, সূচকটির প্রমাণক প্রস্তুতের পূর্বে অর্জনটি কোম্পানীর পিআইসি ও পিএসসি সভায় আলোচনা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে এবং প্রমাণকের সাথে পিআইসি ও পিএসসি সভার কার্যবিবরণীসহ প্রকল্প পরিচালকের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। বিজিএফসিএল এর প্রতিনিধি জানান যে, ৭টি ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রেসর ইতোমধ্যে বসানো হয়েছে। প্রি-কমিশনিং ও কমিশনিং সম্পন্নপূর্বক ফেব্রুয়ারি/২৩ এর মধ্যে কম্প্রেসর স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি আগামী সভায় এ কার্যক্রমের কোন্ কোন্ ধাপ সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন্ কোন্ ধাপ অবশিষ্ট রয়েছে, তা উল্লেখপূর্বক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল জানান যে, আলীহাট আয়রন ফিল্ডের প্রি-ফিজিবিলিটি স্টাডির ড্রাফট ইন্টারিম রিপোর্ট প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মালামালসমূহ বর্তমানে বেনাপোল পোর্টে এসে অপেক্ষা করছে। প্রধান নিয়ন্ত্রক, ইমপোর্ট/এক্সপোর্ট এর নিকট জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শীঘ্রই মালামালসমূহ পোর্ট হতে খালাস হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। আগামী ১৫ মে ২০২৩ এর মধ্যে ইন্টারিম রিপোর্ট প্রণয়ন করা সম্ভব হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। ১৫ মে ২০২৩ অনেকটা বিলম্বিত সময় হওয়ায় আগামী এপ্রিল/২০২৩ এর মধ্যে ইন্টারিম রিপোর্ট প্রণয়নের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.৪। সভায় জানানো হয় যে, সিস্টেম লস হ্রাসকল্পে ডিসেম্বর/২২ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নকৃত অবৈধ সংযোগের সংখ্যা ১৬৬৪৫টি, যা লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক বেশি। এ বিষয়ে পেট্রোবাংলার পরিচালক (প্রশাসন) জানান যে, মূলতঃ অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নের সংখ্যা নির্ধারণ করা দুরূহ ব্যাপার। বিভিন্ন সময়ে ক্রাশ প্রোগ্রাম গ্রহণ ও গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অনেক ক্ষেত্রে অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়ে থাকে। এর ফলে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নের পরিমাণ বেশি হয়ে যায়। সভাপতি সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যাখ্যাপূর্বক সূচকটির প্রমাণক প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত ৫টি কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতির বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের ৫টি কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে বিশেষ নজর দেয়ার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	যে সকল কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী সে সকল কার্যক্রমের প্রমাণক প্রস্তুত করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/বাপেক্স/ এসজিএফএল
৩.২	যে সকল সূচকের অর্জন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বেশি হবে সে সকল সূচকের প্রমাণকে এর কারণ যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।	এপিএ টিম/ দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানী
৩.৩	৩-ডি সিসমিক জরিপ কার্যক্রমের অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদনপূর্বক এর রিপোর্ট এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ এসজিএফএল
৩.৪	কঠিন শিলা বিপণনের হার সন্তোষজনক পর্যায়ে না হওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কঠিন শিলা বিপণনের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলে সময়ে সময়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ এমজিএমসিএল
৩.৫	'ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন নির্মাণ' সূচকটিসহ যে সকল সূচক প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত হবে, যে সকল সূচকের প্রমাণক প্রস্তুতের পূর্বে অর্জনটি কোম্পানীর পিআইসি ও পিএসসি সভায় আলোচনা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে এবং প্রমাণক হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের প্রত্যয়নপত্রসহ পিআইসি ও পিএসসি সভার কার্যবিবরণী দাখিল করতে হবে।	বিপিসি/এমপিএল/ এপিএ টিম

৩.৬	৭টি ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন কার্যক্রমের কোন্ কোন্ ধাপ সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন্ কোন্ ধাপ অবশিষ্ট রয়েছে, তা উল্লেখপূর্বক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ বিজিএফসিএল
৩.৭	আগামী এপ্রিল/২০২৩ এর মধ্যে আলীহাট আয়রন ফিল্ডের প্রি-ফিজিবিলিটি স্টাডির ড্রাফট ইন্টারিম রিপোর্ট প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ বিসিএমসিএল
৩.৮	আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের ৫টি কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে বিশেষ নজর দিতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানী

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আ: খালেক মল্লিক
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও এপিএ টিম
লিডার, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০২১.৪৫.০০১.২২.৮০

তারিখ: ২৬ মাঘ ১৪২৯
০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)
৩) সকল কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৪) এপিএ টিম, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৫) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
৬) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট
৭) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট
৮) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর কার্যালয়, বিস্ফোরক পরিদপ্তর
৯) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
১০) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল), পেট্রোবাংলা ও বিপিসি'র আওতাধীন কোম্পানীসমূহ
১২) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

মোহাম্মদ ফারুক হোসেন
যুগ্মসচিব